একান্ত নিজস্ব মতামত: চীন ও ভারতের উন্নয়ন
প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির অবস্থা ভিন্নতর কেন?

ডাঃ নূরুর রহমান খোকন

সাম্প্রতিক কালে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের চলমান গতিধারা বজায় রেখে ভারত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমুহের শীর্ষ অবস্থানে চলে আসার খবর কারও এখন আর অজানা নেই। আর চীনের জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো যে কতটা মজবুত হয়েছে সেই সত্যটি এখন অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্যও ঈর্শনীয়। চীন ও ভারতের এই উন্নয়নের চিত্র স্বচক্ষে দেখার কৌতুহল আমার অনেক দিনের।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুবাদে বিশ্বের অনেক দেশে যাবার সুযোগ হলেও আমাদের নিকট প্রতিবেশী এই দুটি দেশে ইতিপূর্বে আমার কখনো যাওয়া হয়ে উঠেনি। অতি সম্প্রতি বর্তমান চাকুরী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের অংশ হিসেবে দীর্ঘ প্রায় এক মাসের সফরে দুবাই, ঢাকা, ভারত, হংকং, চীন ও মালয়েশিয়া যাবার সুযোগ হয়েছিল। তারমধ্যে ভারতের ৪টি প্রদেশে এবং চীনের ৩টি প্রদেশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ভারতের নয়াদিল্লী, মুম্বাই, পুনা, বাঙ্গাঁলোরের মহাবালেশ্বরসহ আরও কিছু ছোট শহরে গিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের চিত্র দেখে আমি সত্যি সত্যিই অভিভূত হয়েছি। রাস্তা, সেতু, ফ্লাইওভার, মিল কল-কারখানার সর্বত্র এই অবশ্যম্ভাবী উন্নয়ন দৃশ্যমান। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে শহর থেকে দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক কারখানা পরিদর্শনে যেতে হয়েছে। আর সে কারনেই শুধু বড় শহর নয় ছোট ছোট শহরগুলি এবং বিশেষভাবে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের যে কাজ এখন চলছে তার ফলশ্রুতি হয়তো দেখা যাবে আরও কয়েকবছর পরে। কমনওয়েলথ গেমস্‌কে সামনে রেখে নয়াদিল্লীতে “Delhi Metro” নামে train line এর কাজ চলছে। সবাই আশা করছে কাজ শেষ হলে Delhi ’এর train line হবে ইউরোপের অনেক শহরের সাথে তুলনা করার মতো। Domestic airport গুলিতে শত শত মানুষের আসা যাওয়ার চিত্র সে দেশের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আর কর্মকান্ডকে স্বরন করিয়ে দেয়।

চীনের উন্নয়নের চিত্র আরও বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় । প্রায় সবগুলি শহরে এবং শহরমুখী রাস্তার দুধারের বস্তির মতো ছোট ছোট Building গুলোকে ভেঙ্গেঁ বহুতলবিশিষ্ট দালান নির্মাণের চিত্র দেখে পরিষ্কারভাবে তুলনা করা যায় দেশটির অর্থনীতি কোন পথে। এ বছরের October জন্য এ অনুষ্ঠিতব্য

অলিম্পিককে সামনে রেখেই মনে হয় চীনকে যেন নতুন সাজে সাজানোর চেষ্টা চলছে। সেই সাথে সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টিও লক্ষনীয়। চীনের যে শহরটিতে ২০০৮ সালের অলিম্পিকের Sailing games গুলি অনুষ্ঠিত হবে তার নাম Qingdao এই Qingdao airport এর দেয়ালে টাঙ্গাঁনো একটি Signboard আমার দৃষ্টি আকর্ষন করেছে বিশেষভাবে। সেটিতে লেখা "Please Wellcome the Olympics, Improve manners , Fosters new attitude and Create Brand" নিজেদের সামাজিক দূর্বলতাকে স্বীকার করে নিয়ে উন্মুক্তভাবে এমন একটি আত্মশুদ্ধিমূলক Signboard শুধু প্রশংসার দাবীদার নয় শিক্ষনীয় বলে আমি মনে করি।

নিকট প্রতিবেশী দেশগুলি যেমন - বাংলাদেশ, পাকিস্থান, বার্মা , শ্রীলংকা, নেপালের কেন ভিন্নমূখী এই প্রশ্নটি মাথায় রেখে আমি চীন এবং ভারতে অবস্থানকালে অনেকের সাথে কথা বলে জানতে চেয়েছি এই উন্নয়নের পেছনের চালিকাশক্তিটি কি? জবাবের বর্ণনা ভিন্নরকমের হলেও এর Common factor হলো স্থিতিশীল সরকার এবং অপেক্ষাকৃত দূনীতিমুক্ত শাসন ব্যবস্থা। চীনের কথা আলাদা কারন সেখানে সময়ের প্রয়োজনে এক বিশেষ ধরনের মুক্তবাজার আর পূঁজিবাদকে আলিঙ্গন করা কমিউনিজম কায়েম করা হয়েছে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানে ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তা ভারত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন যে, ভারতের পরিকল্পনা কমিশন খুব শক্তিশালী। সরকার পরিবর্তিত হলেও পরিকল্পনা খুব বেশী বদলায় না। দূনীতিমুক্ত না হলেও দেশপ্রেমটা একটু Better, নিজের দেশের বারোটা বাজাতে চায় না তারা। এই কথাগুলি শুনে মূহুর্তের মধ্যে আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকলো পাকিস্থানে ৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত কতবার সামরিক শাসন জারী হয়েছে, বাংলাদেশে কতবার সামরিক শাসন আর দূনীতিবাজ সরকার এসেছে, শ্রীলংকায় সেই যে শুরু হয়েছে তামিল বিদ্রোহ তা যেন দেশটিকে শেষ না করে ছাড়বে না, নেপালের অস্থিরতার কথা তো সবারই জানা। বার্মার কথা আর নাই বললাম । ভারতের অভ্যন্তরেও তো অসংখ্য জটিলতা ছিল এবং এখনও আছে। সম্ভবত ওরা সেগুলিকে খুব দক্ষতার সাথে mannage করেছে।

এই লেখাটি লিখবার ইচ্ছে জেগেছিল ঠিক এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজবার জন্য। আর তা খুঁজতে গিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে উত্তর আমি আমার মত করে পেয়েছি তা হলো স্বাধীনতার পরপরই স্থিতিশীল রাজনৈতিক সরকারকে সুযোগ না দিয়ে যে রাজনীতির গোড়াপত্তন করা হয়েছে তা কবে শেষ হবে, তার জবাব কারও জানা নেই।

rahmannur@hotmail.com